ফল প্রকাশের পর আত্মহত্যা

প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কাউন্সিলিং প্রচলন করুন

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ১০ মে ২০১৮

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ১০ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে এবং আরও ২২ শিক্ষার্থী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। গত মঙ্গলবার প্রকাশিত পত্রিকাগুলো থেকে এই তথ্য পাওয়া গেছে। পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন না করায় এসব শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে বা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন না করে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রতি বছরই পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে দেশের কোথাও না কোথাও শিক্ষার্থী আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। মূলত অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তবে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতে পারেনি অথচ কৃতকার্য হয়েছে এমন শিক্ষার্থীও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় অনেক সময়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পারিবারিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অনেক শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। বর্তমান সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে উচ্চ জ্ঞান করা হয়। একে মনে করা হয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একমাত্র সিঁড়ি। অনেক অভিভাবক সন্তানের ভালো রেজাল্টকে নিজেদের সোশ্যাল

স্ট্যাটাসের অংশ করে নিয়েছেন। তারা মনে করেন, সন্তান পরীক্ষায় খারাপ করলে সমাজে তাদের মর্যাদাহানি ঘটবে। এ কারণে তারা সন্তানদের ওপর উচ্চ প্রত্যাশার বোঝা চাপিয়ে দেন। তারা একবার ভেবেও দেখেন না যে, প্রত্যাশার বোঝা বইবার সামর্থ্য সন্তানের আছে কিনা। অভিভাবক বা সমাজের প্রত্যাশার চাপ সইতে না পার শিক্ষার্থীই আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নেয়।

অভিভাবকদের বুঝতে হবে, সব শিক্ষার্থীই প্রথম হতে পারে না। জীবনে সুফল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা একটি-দুটি পরীক্ষার ফলই প্রধান নিয়ামক নয়। জগতে বহু কৃতকার্য মানুষ ছিলেন বা রয়েছেন যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় তারা ভেঙে না পড়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। বিষয়টি অভিভাবকরা উপলব্ধি করলে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা প্রবণতা বন্ধ হবে। আত্মহত্যা প্রবণতা বন্ধে মানসিক কাউন্সিলিং সহায়ক হতে পারে। যেসব শিক্ষার্থী প্রত্যাশার চাপ সামলাতে বা বাস্তবতা মেনে নিতে সক্ষম নয় তাদেরকে চিহ্নিত করে স্কুলভিত্তিক কাউন্সিলিং করানো যেতে পারে। কাউন্সিলিং করানো দরকার অভিভাবকদেরও। তাদের এটা বোঝাতে হবে যে, সন্তানদের যে কোন বিপর্যয়ে বা ব্যর্থতায় তাদেরকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে। স্কুল ভিত্তিক কাউন্সিলিং চালু করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে হবে। হাসপাতাল কেন্দ্রিক কাউন্সিলিংও চালু করা যায়। এ ক্ষেত্রে

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে হবে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বা কাঙ্ক্ষিক্ষত ফল অর্জন না করে কেউ যেন আত্মহত্যার পথ বেছে না নেয় সেজন্য সমাজে সচেতনতা তৈরি করা জরুরি। সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে যে পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ফেল করানো। কেউ ফেল করলে তার পাশে দাঁড়ানো সমাজের দায়িত্ব।